মেহেরপুরে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শহরের কলেজ মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, দীর্ঘদিনের বাকশাল বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কারণে। আজ বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের শপথ নিতে হবে বাংলাদেশে আর কখনো ফ্যাসিবাদের জন্ম হবে না। বাংলাদেশ থেকে মুজিববাদকে চিরতরে ধ্বংস করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ১/১১ এর কুশীলবাদের বিচার এদেশে করতেই হবে। ২০০৭ সালে যারা বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে বিএনপিকে বাদ দিয়ে নতুন দল গঠনের ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের বিচার বাংলার মাটিতেই হবে। স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস বিএনপি বারবার প্রমাণ করেছে।

সমাবেশ শেষে কলেজ মোড় থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওয়াদা পাড়া মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে নেতৃত্ব দেন, জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

র্যালিতে অংশ নেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাপি, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটকের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন

আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

গতকাল সোমবার দুপুর আড়াই টার সময় আসাদুজ্জামান বাবলুর গাংনী হাসপাতাল বাজারস্থ অফিসে এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শাজাহান সেলিম, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ বিএনপি নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ইদানীং দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য বিভিন্ন স্বার্থনেষী মহল অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ বানচাল করার জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অযাচিতভাবে চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজিসহ এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ এনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতার করছে।

এই ধারাবাহিকতায় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতারের নাটক সাজানো হয়েছে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত

গ্রেফতার করে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। গোলাম মোস্তফা ডাকু বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রাজপথের লড়াকু সৈনিক। তার বিরুদ্ধে খুনি হাসিনা সরকার বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে ১০টি মামলা দায়ের করেছে। ফ্যাসিস্ট সরকার তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা করলেও এ ধরনের নাটক সাজিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়নি। দলের নেতাকর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার জন্য এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র।

জাতীয়তাবাদী দলের গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার এই অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবিলম্বে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং যাদের ষড়যন্ত্রে এই মিথ্যা নাটক সাজানো হয়েছে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিষয়টি অধিকতর তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান তিনি।

এদিকে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতারের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিন্দার ঝড় উঠেছে। তার গ্রেফতারকে সাজানো নাটক আখ্যায়িত করে বিভিন্ন ব্যক্তি পোস্ট দিচ্ছেন। কেউ বলেছেন, গাংনীতে একই অস্ত্র দিয়ে র্যাব বারবার একাধিক ব্যক্তিকে চালান দিচ্ছে। যা ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ের সেই রূপ। কেউ কেউ তীব্র নিন্দা জানাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গতকাল সোমবার ভোররাত সাড়ে ৪টার সময় তার নিজ বাড়ি চৌগাছা থেকে আটক করেন র্যাব ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী। এ সময় একটি বিদেশি পিস্তল, ৩ রাউন্ড তাজা গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধারের দাবি করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুরের গাংনী ক্যাম্প। বেলা সাড়ে ৯টার দিকে র্যাব-১২ গাংনী ক্যাম্পের পক্ষ থেকে ছবি ও তথ্য সরবরাহ করে সাংবাদিকদের তা নিশ্চিত করা হয়।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এএসএম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।
মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আজম খোকন ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক।

আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের টিপু সুলতান, স্বপন আলী, আবেদ আলী ও জুয়েল রানা। অপর আসামি রাজিব সর্দারের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজিবের বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিতদের মধ্যে রাজিব ও জুয়েল রানা পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে গাংনীর আকুবপুর এলাকায় পুলিশের চেকপোস্টে একটি ট্রাক আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশিতে ট্রাক থেকে ৪৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে চারজনকে আটক করা হলেও জুয়েল রানা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাংনী থানার এসআই আলী রেজা বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, আজকের এ রায় তারই প্রতিফলন। আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমরা আদালতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আদালত তাদের চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, অপর আসামি রাজিব অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তি করতে বলেছেন, যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

গাংনীতে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে যৌথবাহিনীর হাতে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক হয়েছে।

আটককৃত গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের (ভিটাপাড়া এলাকার) মৃত আজিজুল হকের ছেলে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

গতকাল রবিবার ভোর সাড়ে চারটার সময় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানির একটি অভিযানিক দল গাংনী সেনাবাহিনীর সহায়তায় তার নিজ বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

গতকাল রবিবার সকাল ৯টার সময় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানি কমান্ডারের কার্যালয়, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ এর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান জানান, আসামির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদক মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” তাদের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ছিল আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ এবং সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা স্রোতের ১৯০তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল-আমীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার, সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ এবং রফিকুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাহিত্য সম্পাদক মিনা পারভীন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু লায়েছ লাবলু, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, মোমিনুল হক, আবুল হাসেম, সাদিকুজ্জামান সেন্টু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন শেষ হয়।

মুজিবনগরে এনসিপির উঠান বৈঠক

“উঠানে নতুন সংবিধান” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সাধারণ মানুষের সাথে উঠান বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীরা।

রবিবার বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা এনসিপি কমিটির যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক ও প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম প্রধান সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মোল্লা রহমাতুল্লাহ।

জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য সোহেল রানার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান, মুজিবনগর উপজেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আল মামুন সেন্টু এবং উপজেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী তারিকুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলার এনসিপি নেতৃবৃন্দ।

জুলাই সনদ সংস্কার না হলে আরও একটি গণঅভ্যূত্থান হবে

নির্বাচনের আগেই সংবিধান সংশোধন করতে হবে, তা না হলে আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে আরও একটি গণঅভ্যূত্থান হবে এমন মন্তব্য করেছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার।

তিনি বলেন, এখন যে ভূল হয়েছে আগামীতে নিশ্চিত সে ভূলগুলো আর হবে না। নির্বাচনের আগে সংস্কার না হলে যে বিষয়গুলো সকল রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছেন সেগুলোও দিমত হয়ে যাবে।

গতকাল রোববার দুপুরে জেলা পরিষদের হলরুমে জেলা উপজেলা সমন্বয়ক কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগাঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালায় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার একথা বলেন।

তিনি আরোও বলেন, যে কোন মূল্যে নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে হবে। জুলাই সনদ পরবর্তী নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়ন করবে না। এটার ভিত্তিতেই নির্বাচন হবে। পরবর্তী

নির্বাচিত সরকারের কাছে জুলাই সনদ দেয়ার অর্থ হচ্ছে শিয়ালের কাছে মুরগি বন্দক দেয়া ছাড়া কিছুই না।

ঢাকায় নুরুল হক নুরের ওপর হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, এই হামলার সঙ্গে জড়িত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। সেনাবাহিনীকে যারা বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন তাদের খুঁজে বের করার দাবি জানান তিনি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত আপনারা ঠিক করতে পারেননি। তাই এখনই সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাক। প্রয়োজনে নির্বাচনের সময় আবারও সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানো হোক।

সংস্কারের আগেই কিভাবে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, কিভাবে নির্বাচন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে তা এখনও আলোচনার টেবিলে। অথচ প্রধান নির্বাচন কমিশনার রোডম্যাপ ঘোষণা করে দিয়েছেন। এই কমিশনের পক্ষে কখনই সুষ্ঠু নির্বাচন দেয়া সম্ভব নয়, তাই দ্রুত নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি জানান তিনি।

সমস্যা হলেও ড. ইউনূস সব রাজনৈতিক দলগুলোকে ডেকে পাঠান, এ নাটক বন্ধ করেন। এই সরকার জানেই না তারা সরকার। কোন ঘটনা ঘটলে সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানান। অথচ সরকারের কাজ পদক্ষেপ নেয়া।

এছাড়াও কর্মশালায় এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোল্লা রহমতুল্লাহ, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদ, সদস্য ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, এনসিপি মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত, ইমতিয়াজ আহমেদসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

তুবা দুআ প্রতিযোগিতায় ফের চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তর প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযমের নাতনি তাসনিয়া তুবা দুআ প্রতিযোগীতায় স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও ইনফরমেশন সোসাইটি প্রজেক্টের আওতায় ২য়

চাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

রোববার স্কুল ও প্রজেক্টের আওতায় পৃথকভাবে চুড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার গুলশানে গাইডেন্স ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল চত্বরে।

তুবা গাইডেন্স ইন্টার ন্যাশনাল স্কুলের ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থী। গতবছরও দুআ প্রতিযোগিতায় ২য় চ্যাম্পিয়ন ও স্কুল পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

“দেশ ও জনগণের অতন্দ্র প্রহরী” এই স্লোগানকে ধারণ করে মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ড এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা। শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস হোসেন, আনছাউল হক, সিরাজুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, কামাল উদ্দিন, রায়হান উল কবীর, আহসান হাবীব, নুরুল হুদা, মীর মনা, জামিল, মাহাবুল হকসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও স্বাধীনতার অর্জনকে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকৃতি যখন আপন ছন্দ হারায়

একসময় বর্ষা ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রধান অনুষঙ্গ। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন “আজি ঝরঝর মুখর বাদলদিনে” আর জীবনানন্দের কাব্যে বর্ষা হতো নরম কুয়াশার মতো এসে পড়া কোনো বিষন্নতা। প্রকৃতির ভেতরে সে সময় চলত ছন্দিত পরিবর্তন পাতা ভিজতো, নদী ফুলতো, আর কৃষকের মন ভরে উঠতো সম্ভাবনার নতুন আলোর আশায়।

কিন্তু এখন? বর্ষা যেন তার অভিমান নিয়ে গুটিয়ে গেছে। বৃষ্টি নামে না দিনকে দিন, কখনও নামে হঠাৎ তীব্র ঝড় হয়ে। মাঠ খরা ধরেছে, কৃষকের চোখে এখন আর প্রতীক্ষার ঋতু নেই আছে শঙ্কা, অনিশ্চয়তা।

এই বদলে যাওয়া প্রাকৃতিক ছন্দ আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল। মানুষ বন কেটেছে, ধোঁয়া ফেলেছে আকাশে, নদীর গতিপথ বদলেছে, আর প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিয়েছে তার আপন নিয়মে। মেহেরপুরের মতো এক সময়কার সজল জনপদ এখন খরাপ্রবণ হয়ে উঠেছে। খাল শুকিয়ে যায়, গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ছুঁয়ে যায় আগুনের কিনারা, আর বর্ষা আসে দ্বিধায়।

জলবায়ুর এই বিচ্যুতি শুধু আবহাওয়ার কথা বলে না সে বলে মানবসভ্যতার এক গভীর আত্মকেন্দ্রিকতার কথা, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি কেবল ভোগের হয়ে উঠেছে, যত্নের নয়।

সাহিত্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বহুবার এসেছে প্রতীক হয়ে কখনও বন্যা, কখনও খরা, কখনও দুর্ভিক্ষ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে আমরা দেখি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জীবনের জটিলতা, যেখানে নদীর রুদ্র রূপ যেমন ভয়ংকর, তেমনি করুণাও লুকিয়ে থাকে তার মাঝে। কিন্তু আজকের বিপর্যয় ভিন্নতর এটি মানুষের সৃষ্টি এবং তার দায়ও মানুষের।

মেহেরপুরের চাষি এখন আর শুধু প্রকৃতির হাতে নির্ভরশীল নন, তিনি যন্ত্রের সহায়তায় সেচ দেন, কীটনাশকে নির্ভর করেন, কিন্তু তবু আকাশের দিকে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করেন।

এই প্রতীক্ষা এক ধরনের ট্র্যাজেডি যেখানে নায়ক জানেন ধ্বংস আসছে, কিন্তু থামাতে পারেন না। অদ্ভুতভাবে, এই বিপর্যয়ের সময়ে মানুষ আবারও গেয়ে ওঠে “আকাশ কেন এত নীল হইলো না গো?”

আবার কখনও কবির ভাষা ধার করে লিখে দেয় খরা-জর্জর জীবনের গল্প “সব নষ্টের মূল এই মানুষ, সে কাড়িয়া লয়, আবার দেয় না ফিরায়।”

এই লড়াই শুধু প্রাকৃতিক নয়, তা অস্তিত্বের, তা মনুষ্যত্বের। ভবিষ্যত হয়তো এই সময়কে বলবে “আবহমান প্রকৃতির বিপরীতে দাঁড়ানো মানুষের এক ভয়াল সময় যেখানে প্রকৃতি কথা বলত না, কেবল আকাশ গুমড়ায় কেঁদে উঠত, আর মানুষ সে কান্না শুনেও ব্যস্ত থাকত নিজের ইট-কাঠের স্বপ্নে। প্রকৃতি যখন তার গান থামিয়ে দেয়, তখন বুঝে নিতে হয়, মানুষের গলায়ও সুর হারিয়েছে।

লেখক ও সাংবাদিক